ইসলামী আন্দোলনে কেন শামিল হবেন এবং কিভাবে

অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলী

ইসলামী আন্দোলনে কেন শামিল হবেন এবং কিভাবে

অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলী

হাফিজ ট্রেডিং সেন্টার

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলনে কেন শামিল হবেন এবং কিভাবে
অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলী

প্রকাশক ঃ সাঈদ মাহমুদ
হাফিজ ট্রেডিং সেন্টার
৪৫১, মীর হাজীর বাগ
ঢাকা-১২০৪

প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০১ ইং
মাঘ ১৪০৭ বাংলা
জিলক্বদ ১৪১২ হিজরী

গ্রন্থ স্বত্ব ঃ লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

শব্দ বিন্যাস ঃ শরীফ উদ্দিন মওদুদ
৪৫১, মীর হাজীর বাগ
ঢাকা-১২০৪

মূল্য ঃ ১৫ টাকা

ISLAMI ANDOLONE KENO SHAMIL HOBEN ABONG KIBHABE? WRITTEN BY PROF. MOHAMMAD YOUSUF ALI, PUBLISHED BY HAFIZ TRADING CENTRE, 451-MIR HAZIR BAGH, DHAKA-1204, FIRST EDITION FEBRUARY 2001, PRICE: TAKA- 15.00

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

সবুজ-শ্যামল বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন ইতিমধ্যেই তার অবকাঠামো ও ভিত্তিমূল তৈরী করে চলেছে। একে উত্তরোত্তর এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সচেতন জনশক্তিকে ইসলামী আন্দোলনে শামিল হয়ে বৃহত্তর দায়িত্ব পালনে তৎপর হওয়া দরকার। বিষয়টিকে লেখক কোরআন-হাদীসের ভিত্তিতে সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন বর্তমান পুস্তিকাটিতে।

সময়ের দাবীতে পুস্তিকাটির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আমরা পুস্তিকাটি ছাপানোর উদ্যোগ নিলাম। চূড়ান্ত ফায়সালার দায়িত্ব পাঠক বর্গের হাতে ন্যাস্ত রইল।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলনে কেন শামিল হবেন এবং কিভাবে?

ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন কি-এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা আজকের সময়ের দাবী নয়। কারণ ইতিমধ্যেই এ প্রসঙ্গে জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের পুস্তকাদি সমাজে চালু হয়েছে। কেবলমাত্র আলোচ্য বিষয়ের অলংকার পূরণের স্বার্থে বলা যায়ঃ ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পন, আনুগত্য স্বীকার বা কারো অধীনতা গ্রহন। পারিভাষিক অর্থে- ইসলাম মানে নিখিল বিশ্বের মহান স্রষ্টার প্রতি সৃষ্ট বস্তু বা প্রাণীর তথা মানুষের আত্মসমর্পন, আনুগত্য স্বীকার বা আল্লাহর অধীনতা গ্রহন। যেমন কোরআনে ইসলাম গ্রহণকারীর পরিচয় দেয়া হয়েছে এভাবেঃ

بلى من اسلم وجهه وهو محسن

"হ্যা, যে ব্যক্তি তার মুখমন্ডলকে আল্লাহর জন্য সোপর্দ বা সমর্পন করে দিল এবং সে সদাচারী।"

মানব জাতির পিতা বলে আখ্যায়িত শ্রেষ্ঠ নবী হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কোরআনে বলা হয়েছেঃ

اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين

"যখন তার রব তাকে বললেন, আত্মসমর্পন কর, তিনি বললেনঃ আমি বিশ্বজগতের রবের প্রতি আত্মসমর্পন করলাম।"

সংক্ষেপে এর অর্থ হলো মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক প্রাপ্ত আল কোরআনের মাধ্যমে মানব জাতির প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত যাবতীয় হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধানের প্রতি আত্মসমর্পন ও আনুগত্য স্বীকার। এসব হুকুম- বিধান মেনে চলার অঙ্গীকার প্রদান এবং বাস্তব জীবনে এসব বিধি-বিধান মেনে চলা। তাই কোরআন ও হাদীসের হুকুম-আহকাম ও বিধি-নিষেধ অনুযায়ী ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন যাপনেরই নাম ইসলাম।

কোরআন ও হাদীসের এইসব হুকুম-আহকাম ও বিধি-নিষেধ ব্যক্তিগত, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে চালু করার জন্য, বাতিলের কুটিল ষড়যন্ত্র ও দোর্দন্ড প্রতাপের মুখে হকপন্থীদের চূড়ান্ত ত্যাগ-তিতীক্ষা ও কোরবাণীর মাধ্যমে যে চেষ্টা-সাধনা পরিচালিত হয় তাই ইসলামী আন্দোলন। বস্তুতঃ ইসলামের সার্বিক ব্যবস্থার বাস্তবায়নই ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্য। যে কথা রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য হিসাবে আল কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليذهره على الدين كله

www.pathagar.com

"তিনিই সেই স্বত্তা যিনি তার রাসূলকে হেদায়াত ও দ্বীনে হকসহ প্রেরণ করেছেন এই জন্য যে একে বিজয়ী করা হবে অন্যান্য সকল দ্বীনের উপর।"

প্রকৃতপক্ষে কোরআনের সকল হুকুম-আহকাম ও বিধি-নিষেধই 'আদ্বীন'। আর একে সমাজে চালু করার দায়িত্বই ছিল নবী করীম (সাঃ) এর। আর এ জন্যই তিনি সাহাবায়ে কেরামকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন মুসলিম উম্মার সংগঠনে এবং এ সংগঠনের ছত্রচ্ছায়ায়ই তিনি জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। অসংখ্য জিহাদে বাতিল শক্তির মোকাবেলা করে চূড়ান্ত পর্যায়ে হককে বিজয়ীর আসনে বসিয়েছিলেন। গঠিত হয়েছিল ইসলামী হুকুমাত, কায়েম হয়েছিল কোরআনের হুকুম-আহকাম ও বিধি-নিষেধ। এভাবেই হয়েছিল একামতে দ্বীন। রাসূলের সে একামতে দ্বীনের সংগ্রামে ইসলাম ও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ একাকার হয়ে গেছে, তার কোন আলাদা সংজ্ঞা ও আলাদা ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়েনি। আজো সেই একামতে দ্বীনের প্রয়োজন, কেননা কোরআনের আইন-বিধান আজ সমাজে চালু নেই। তাই ইসলামের বাস্তবায়নে এগিয়ে গেলেই বাতিল তার কুটিল ষড়যন্ত্র ও দোর্দন্ড প্রতাপ নিয়ে ধেয়ে আসবে হকের প্রতি। হকপন্থীরা সাংগঠনিক শক্তিতে ঐক্যবদ্ধ ও মযবুত হয়ে বাতিলের সে খড়গ হস্ত মোকাবেলা করতে পারলেই ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসাবে রাজশক্তিতে পরিণত হতে পারে। তাই আজ প্রয়োজন মুসলিম উম্মার মধ্যে জিহাদের চেতনা ফিরিয়ে আনা। মুসলিম উম্মাহ যদি জিহাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জিহাদ ফি সাবিলিল্লায় ঝাঁপিয়ে পড়ত, তাহলে একামতে দ্বীন হয়ে যেত অনেক সহজ ও সাবলীল। এর জন্য ইসলাম ও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর বাস্তব প্রয়োগের দূরত্ব কমিয়ে আনতে হবে। রাসূলের যুগে যেভাবে জিহাদ ফি সাবিলিল্লায় রত মুসলিম বাহিনীই ইসলামের অনুসারী বলে পরিচিত ছিল, আজো প্রয়োজন সেই পরিচিতির। কিন্তু আজ মুসলমানদের সে পরিচিতি নেই, ভিন্ন পরিচয়ে, ভিন্ন নামে আজ তাদের আগমন। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর স্বার্থক অনুবাদ হলো ইসলামী আন্দোলন। ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন তাই একই ময়দানের দুটি নাম। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যেমন ইসলাম ও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহকে একাকার করে তুলেছিলেন তেমনি ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনকে একাকার করে তুলতে পারলে ইসলামের বিজয়ের পথ খোলাসা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

সারকথা হলো ইসলাম মানে আল্লাহ প্রদত্ত কোরআনের হুকুম-আহকাম ও বিধি-নিষেধের প্রতি মানুষের আত্মসমর্পন ও আনুগত্য স্বীকার আর ইসলামী আন্দোলন মানে সমাজে এইসব হুকুম-আহকাম ও বিধি-নিষেধের বাস্তবায়নের জন্য বাতিলের মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ চেষ্টা-প্রচেষ্টা।

যদিও ইসলামী আন্দোলন কোরআনের জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর স্বার্থক অনুবাদ কিন্তু কোরআনের আরও কিছু পরিভাষার সমার্থবোধক শব্দ হলো

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলন। যেমন একামতে দ্বীন, শাহাদাতে হক, আমর বিল মারুফ ও নেহী আনিল মুনকার।

এ ছাড়া ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের জন্য অপরিহার্য প্রয়োজন হলো সংগঠনের। যে জন্য ইসলামী আন্দোলনের প্রথম কাজ হলো দাওয়াত ইলাল্লাহ। আর দ্বীন প্রতিষ্ঠা লাভ করার পরও তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য বাতিল শক্তির সাথে প্রত্যক্ষ মোকাবেলা হতে পারে যা কেতাল বা 'সম্মুখ যুদ্ধ' বলে ইসলামে পরিচিত।

বিষয়গুলোকে সুসংবদ্ধভাবে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ নিম্নরূপে পেশ করা যায়ঃ

ইসলামঃ

মহান আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির হেদায়াত ও জীবন যাপনের জন্য আল কোরআনের মাধ্যমে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর যে অহী প্রেরণ করেছেন তাকে মেনে চলার অঙ্গীকার প্রদান করে আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পন ও দ্বীনের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়া।

ان الدين عند الله الاسلام

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট দ্বীন হলো একমাত্র ইসলাম।"

ইসলামী আন্দোলনঃ

দ্বীনের আনুগত্যের জন্য প্রয়োজন আল কোরআনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন। দ্বীনের বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন দ্বীনের অনুসারী গোষ্ঠির ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা-এই চূড়ান্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও সাধনার নাম ইসলামী আন্দোলন।

تجاهدون فى سبيل الله باموالكم و انفسكم

"তোমাদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ কর।"

-আল কোরআন।

সংগঠন ঃ

ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের জন্য সংগঠন অপরিহার্য। সংগঠনের কাজ হলো ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ করা। কোন সামগ্রিক কাজ ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া হয় না। বিশেষ করে বাতিলের মোকাবেলা ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ ভাবে ছাড়া করা যায় না। কোরআনে ইসলামকে একটি উম্মত হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহর রজ্জুকে সকলে মিলে আঁকড়ে ধরতে বলা হয়েছে।

হযরত উমর (রাঃ) ইসলামের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেনঃ

لا اسلم الا بالجماعة

"জামায়াত (সংগঠন) ছাড়া ইসলাম হয়ই না।"

www.pathagar.com

দাওয়াত ইলাল্লাহ ঃ

জামায়াতে অন্তর্ভূক্ত ইসলামী আন্দোলনের জনশক্তির প্রথম কাজ জামায়াতের জনশক্তি বৃদ্ধি। সেজন্য তাদের কাজ হলো অন্যদের প্রতি দাওয়াত ইলাল্লাহ। নিজ পরিবার, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলের প্রতি আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাতে হবে। আল্লাহ বলেছেনঃ

اُدْعُ اِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

"হেকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে তোমার রবের প্রতি লোকদেরকে ডাকো।"

আমর বিল মারুফ ও নেহী আনিল মুনকারঃ

সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যক্তিগতভাবে ও সাংগঠনিকভাবে প্রাথমিক কর্মসূচী হলো ভালো ও নেক কাজের সূচনা করা, প্রচলন করা এবং মন্দ ও অপছন্দনীয় কাজ বন্ধ করা ও তার প্রতিরোধ করা। ব্যক্তির ব্যক্তিগতভাবে যেমন এ দায়িত্ব, মুসলিম উম্মারও এ দায়িত্ব, ইসলামী হুকুমাত গঠিত হয়ে গেলে ইসলামী রাষ্ট্রেরও এ দায়িত্ব। সমাজ গঠনমূলক এবং সমাজের জন্য কল্যাণকর কাজের বিস্তার এবং সমাজবিরোধী ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর কাজ প্রতিহত করা ইসলামী সমাজের একটি মৌলনীতি। প্রত্যেক মোমেনের দায়িত্ব এর জন্য কাজ করা।

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

"মোমেন পুরুষ ও নারীরা পরস্পরের বন্ধু, তারা মা'রুফ (ভাল) কাজের আদেশ প্রদান করে এবং মুনকার (মন্দ) কাজ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখে।" -(আত-তাওবাঃ ৭১)

তেমনি মুসলমানদের সংঘবদ্ধ ভাবেও দায়িত্ব এ কাজেরঃ

وَلْتَكُنْ مِنكُم اُمةٌ يَدعُونَ اِلى الخَيرِ يَأمُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَيَنهَونَ عَنِ المُنكَرِ وَاُولئكَ هُمُ المُفلِحُونَ

তোমাদের মধ্যে অবশ্যি এমন একটি দল থাকতে হবে যারা লোকদেরকে কল্যাণের প্রতি আহবান জানাবে এবং ভাল কাজের আদেশ প্রদান করবে ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে (বিরত) রাখবে, এরাই সফলকাম।"(আলে এমরান)।

মুসলমানরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করলেও এ কাজে আত্মনিয়োগ করেঃ

الذين اِن مَكنهُم فى الارض اقاموا الصلوة واتوالزكواة امروا بالمعروف ونهو عن المنكر ولله عاقبة الامور -

www.pathagar.com

" আমরা যখন তাদেরকে (মুসলমানদেরকে) পৃথিবীর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করি তারা নামাজ কায়েম করে, জাকাত আদায় করে, ভাল ও সৎ কাজের আদেশ প্রদান করে এবং মন্দ ও অপছন্দনীয় কাজ বন্ধ করে দেয়, আল্লারই জন্য কাজের শেষ পরিণতি।" (সুরা হজ্জঃ ৪১)।

শাহাদাতে হকঃ

মুসলমানগণ ইসলামী সমাজ চিত্রের মূর্ত প্রতীক। কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত হুকুম-আহকাম ও বিধি-নিষেধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে মুসলমান সমাজ গোটা দুনিয়ার সামনে ইসলামের বাস্তব রূপ পেশ করে। কোন বাধা-বিপত্তি, অত্যাচার-নির্যাতন তাকে এ পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না।

আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদেরকে সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করতে আহবান জানিয়েছেনঃ

يايها الذين امنوا كونوا قومين لله شهداء بالقسط

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর জন্য সত্যের সাক্ষী হয়ে দাঁড়াও।" (সুরা মায়েদা - ৮)।

নবীকে সাক্ষ্যদাতা হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছেঃ

ان ارسلنك شاهدا ومبشرا ونذ يرا

"নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করে প্রেরণ করেছি।" (আল আহযাব - ৪৫)।

মুসলমানদের ব্যাপারে আল-কোরআনে ঘোষণা এসেছেঃ

وكذلك جعلنكم امة وسطا لتكونو شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا

"এভাবে আমি তোমাদেরকে গড়ে তুলেছি একটি মধ্যম জাতি হিসাবে যাতে তোমরা মানব জাতির বাস্তব নমুনা স্বরূপ সাক্ষ্যদাতা হয়ে যাও আর তোমাদের জন্যে রাসূল যেন সাক্ষ্যদাতা হন।" (সুরা বাকারা - ১৪৩)।

একামতে দ্বীনঃ

দ্বীনের বাস্তবায়ন হলো এ যাবত বর্ণিত বিষয় সমূহের ফলশ্রুতি। বিষয়টিকে এভাবে চিন্তা করা যায়। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) হেরা গুহায় অহী প্রাপ্ত হয়ে নিজ বাড়ীতে এসে বিবি খাদিজা (রাঃ) ও তার নিকটতম লোকদের নিকট অহীর কথা বললেন। দাওয়াতী কাজের সূচনা হলো, যারাই সাড়া দিলেন তাদের নিয়ে গড়ে উঠল সংগঠন, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজ শুরু হলো। সংগঠনের মাধ্যমে ব্যক্তি গঠনের কাজ চলল, আন্দোলনের পথে চলল দাওয়াতের কাজ-

www.pathagar.com

এক পর্যায়ে আন্দোলনের পথে নেমে আসলো অত্যাচার-নির্যাতন, শাহাদাত-হিজরত। বাতিল শক্তি চরমভাবে মক্কী জীবনে রাসুল ও তার সংগী সাথীদেরকে নির্যাতন করল, তাদেরকে অস্ত্র ধারণের কোন অনুমতি প্রদান করা হলো না। বলা হলো কেবলমাত্র সবর-ধৈর্য ধারণ করতে অথবা হিজরত করে অন্যত্র চলে যেতে। তাদেরকে তাদের বাড়ীঘর থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, হিজরতের পথেও বাধা প্রদান করা হয়েছে, চরমভাবে নির্যাতন করা হয়েছে, শহীদ করে দেয়া হয়েছে। নবীকে তার গোত্রসহ শিবে আবি তালেবে বয়কট করে রাখা হয়েছে। এসব অত্যাচারের পাহাড় অতিক্রম করে কিছু মুসলমান আবিসিনিয়ায় হিজরত করলেন, আর সব শেষে নবী করীম (সাঃ) মদীনায় হিজরত করে, সকল মুসলমানদেরকে মদীনায় একত্র করে ছোট্ট একটি ইসলামী রাষ্ট্র কাঠামো গঠন করলেন মদীনায়। সেখানে কোরআনের হুকুম-আহকাম ও বিধি-নিষেধ কার্যকর করা সম্ভব হল, যা মক্কায় নবুয়তের তের বছরে সম্ভব হয়নি। এভাবে মদীনার জীবনে দ্বীন বাস্তবায়িত হলো। এই হলো একামতে দ্বীন। এ হলো কোরআনের সে আয়াতের বাস্তবায়ন যাতে বলা হয়েছেঃ

"তিনিই সেই স্বত্তা যিনি তার রাসুলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহ প্রেরণ করেছেন এজন্য যে তিনি তাকে অন্যান্য সকল দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করবেন।" (সূরা ছফ)

একামতে দ্বীনের কথা আরো স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন সুরা শুরায়ঃ

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى اوحينا اليك وما وصينا به ابر هيم و موسى و عيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه

"তিনিই তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই সব নিয়ম কানুন নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে সবের নির্দেশ তিনি প্রদান করেছিলেন হযরত নূহ (আঃ) কে এবং যা তোমার প্রতি আমরা অহী প্রদান করেছি। এবং সেই নির্দেশই আমরা প্রদান করেছিলাম ইব্রাহীমকে (আঃ), মুসাকে (আঃ) ও ঈসাকে (আঃ) এবং তা হলো দ্বীন কায়েম কর এবং তাতে কোনরূপ মতপার্থক্য করো না।" (সূরা শুরা - ১৩)

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ইসলামী আন্দোলনের এই ছিল টার্গেট। ইসলামী আন্দোলনের সকল কাজ, সকল কর্মসূচী এ টার্গেটকে কেন্দ্র করেই হয়ে থাকে। এ টার্গেটে পৌঁছতে রাসুল (সাঃ) তার সংগী সাথীসহ বাতিল শক্তির নিকট থেকে যে আচরণ পেয়েছে কোরআনে তার বর্ণনা এসেছে বহু জায়গায়। সুরা আলে এমরানে এ চিত্রটি আঁকা হয়েছে এভাবেঃ

فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوفى سبيلى وقتلوا وقتلوا

"অতএব যারা হিজরত করেছে এবং তাদের বাড়ীঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে এবং আমার পথে কষ্ট স্বীকার করেছে এবং লড়াই করেছে ও শহীদ হয়েছে।" (সূরা আলে এমরান - ১৯৫)।

www.pathagar.com

অর্থাৎ তারা অসহনীয় অত্যাচার নির্যাতনের ফলে টিকতে না পেরে নিজ বাড়ীঘর ছেড়ে অন্য দেশে হিজরত করেছে, নিজ বাড়ীঘর থেকে তাদেরকে উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং তারা অশেষ কষ্ট স্বীকার করেছে। এরপর তারা শক্তি সংগ্রহ করে লড়াই করেছে, মেরেছে ও মরেছে। একামতে দ্বীনের জন্য এসব কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে এ প্রসংগে একটু আলোচনা দরকার। ইসলামী আন্দোলনের মূল টার্গেট তো একামতে দ্বীন। এর জন্য দুটি পর্যায় হতে পারেঃ

(ক) বাতিল শক্তির অধীনে থেকে ইসলামী আন্দোলন

(খ) বাতিল শক্তির অধীনতামুক্ত ইসলামী আন্দোলন

যতদিন ইসলামী আন্দোলন চলে বাতিলের অধীনে থেকে, পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের বাস্তবায়ন তখন সম্ভব নয়, বাতিল রাষ্ট্র ব্যবস্থার মর্জিমত দ্বীনের কাজ করতে হয়। দ্বীনের পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য বাতিল রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রয়োজন। বাতিল রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে থেকে তার মর্জিমত কিছু কিছু দ্বীনের কাজ তো করা যায় কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্রের দাবী সে সহ্য করতে রাজী হয় না বরং যারা এরূপ দাবী জানায় তাদের বিরুদ্ধে চালায় নানা ষড়যন্ত্র, অত্যাচার, নির্যাতন, জেল-জুলুম ও ফাঁসি। এমতাবস্থায় পূর্ণাঙ্গ ইসলামের দাবীদার তথা দ্বীন কায়েমের দাবীদারদেরকে অত্যাচার-নির্যাতন, জেল-যুলুম-ফাঁসী এসবকেই কবুল করে নিতে হবে। সশস্ত্র মোকাবেলার চিন্তা এ পর্যায়ে সম্পূর্ণই পরিত্যাজ্য। যেহেতু রাসুল (সাঃ) নবুয়তের মক্কী জীবনে এরূপ কোন কর্মসূচী গ্রহন করেননি। সুযোগ থাকলে হিজরত করার অনুমতি রয়েছে কিন্তু সশস্ত্র মোকাবেলার অনুমতি নেই। সশস্ত্র মোকাবেলার স্বীদ্ধান্ত নিতে পারে কেবলমাত্র বাতিলের অধীনতামুক্ত একটি ইসলামী সরকার। রাসুলের নেতৃত্বে মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র সম্পূর্ণ বাতিলের অধীনতামুক্ত ছিল যার পক্ষ থেকে বদরের যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত হয়। তাই বর্তমান সময়ে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি ছাড়া সশস্ত্র পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখলের পন্থা রাসুলের তরিকা অনুযায়ী পন্থা হতে পারে না। আবার বাতিল রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে বাতিল রাষ্ট্রব্যবস্থা যতটুকু অনুমতি দেয় তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা- এটাও রাসুলের তরিকা নয়। আল্লাহর পূর্ণ দাসত্বের ঘোষণা দিতে হবে, দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবী জানাতে হবে, যাবতীয় ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ড বন্ধের দাবী জানাতে হবে। দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংগঠন গড়ে তুলতে হবে, আন্দোলন পরিচলনা করতে হবে। এমতাবস্থায় বাতিল রাষ্ট্রশক্তি অত্যাচার নির্যাতন চালানো সত্ত্বেও দেশের জনগণ চাইলে এক পর্যায়ে ইসলামী রাষ্ট্র বাস্ত বায়নের মাধ্যমে দ্বীন কায়েম হবে, ইনশাআল্লাহ। তাই একামতে দ্বীনের পথ, হটকারী সিদ্ধান্ত ভিত্তিক সশস্ত্র বিপ্লবও নয়, আবার একামতে দ্বীনের দাবী ও

www.pathagar.com

কর্মসূচী বিহীন কোন দল বা গোষ্ঠির কর্মতৎপরতাও নয়। একটি সঠিক ইসলামী আন্দোলনই জাতিকে একামতে দ্বীনের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

তাই ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন, সংগঠন, দাওয়াত ইলাল্লাহ, আমর বিল মারুফ ও নেহী আনিল মুনকার ও শাহাদাতে হক- এ সবের মূল কেন্দ্রবিন্দু একামতে দ্বীন। একামতে দ্বীনের টার্গেটেই এসব পরিচালিত হয়ে থাকে। কোথাও বাতিল শক্তিমুক্ত একামতে দ্বীন হলে সেখানকার ইসলামী সরকার কেতাল বা সশস্ত্র যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। একামতে দ্বীনের প্রাণশক্তি হলো ইসলামী সংগঠনের অধীন ইসলামী নেতৃত্ব ও ইসলামী জনশক্তি যা জেহাদ ফি সাবিলিল্লাহ অর্থাৎ ইসলামী আন্দোলন চালিয়ে যায় বিরামহীন ভাবে।

ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন ও একামতে দ্বীনের এই প্রাসঙ্গিক আলোচনার পর মূল আলোচনায় আসা যাক। মূল আলোচ্য বিষয় হলো আপনি ইসলামী আন্দোলনে কেন শামিল হবেন? আপনি একজন বংশীয় মুসলমান, যেহেতু আপনার পিতা-মাতা, দাদা, পরদাদা মুসলমান, তাই আপনিও মুসলমান। তাই আপনার জন্য ইসলামী আন্দোলনে শরীক হওয়ার বা তাতে পূর্ণাঙ্গভাবে শামিল হওয়ার কি কোন প্রয়োজন আছে? সকলে যেমন বা গতানুগতিকভাবে মুসলমান আপনিও সে রকম একজন থেকে গেলে ক্ষতি কি? এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে জানতে হবে ইসলামী আন্দোলনে শরীক হওয়া একজন মুসলমানের পক্ষে আসলেই জরুরী কিনা।

কোরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে একজন মুসলমান তো তখনই প্রকৃত মুসলমান হয় যখন সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব-গোলামী ও এবাদত সে করে না, আর কারো হুকুম-বিধান ও আইন কানুন অনুযায়ী সে জীবন ও সমাজ পরিচালনা করে না, কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক পূর্ণ ইসলাম মোতাবেক ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ-রাষ্ট্র, সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ে তোলে। ঈমানদারদের ডাক দিয়ে আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেছেন "তোমরা ইসলামে পুরাপুরী দাখেল হয়ে যাও।" -আল কোরআন। একজন বংশীয় মুসলমান কেবলমাত্র নামে ও আদমশুমারীতে মুসলমান, তাদের কেউ হয়ত নামাজ-রোজা করে, কেউ হয়ত তাও করে না কিন্তু তার পরেও তারা মুসলমান। পূর্ণ বা প্রকৃত মুসলমান হতে হলে পুরাপুরি ইসলামকে সমাজে চালু করার জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টা ও আন্দোলন শুরু করতে হবে অথবা সেজন্য কোন আন্দোলন থাকলে তাতে শরীক হতে হবে। এমনি ধরণের আন্দোলন ছাড়া যেহেতু পূর্ণ মুসলমান হওয়ার কোন উপায়ই নেই, তাই এ ধরনের কোন ইসলামী আন্দোলনে যোগদান করা ছাড়া আর কি বিকল্প হতে পারে? তাই আপনাকে সমাজে চলমান একটি ইসলামী আন্দোলনে শরীক হতে হবে যে আন্দোলনের উদ্দেশ্য একামতে দ্বীন, যার তরীকা রাসূল প্রদত্ত তরীকা। অর্থাৎ সে বাতিল শক্তির অধীনে থেকে দ্বীন পালনে সন্তুষ্ট নয়। পূর্ণাঙ্গ ইসলামের

www.pathagar.com

দাবীদার, ইসলামী রাষ্ট্র শক্তির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নকামী, আবার অতি বিপ্লবী নয় যে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে ইসলামী সমাজ কায়েম করবে। তাকে পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হওয়ার জন্য এমন একটি ইসলামী দলে অবশ্যি শরীক হতে হবে। অন্যথায় আপনি পূর্ণাঙ্গ মুসলাম হতে পারছেন না, বরং তাতে আপনি তেমন আগ্রহী নন বলেই বুঝা যায়।

উপরের আলোচনার রেশ ধরেই বলা যায় কোরআনের আংশিক গ্রহন ও আংশিক বর্জন মুক্তির পথ নয়। মুক্তিই যদি না আসে তাহলে কোরআনের কিছু মেনে চলার ফায়দা কি? কোরআন বলেঃ

"তোমরা কি কিতাবের অংশবিশেষের প্রতি ঈমান পোষণ কর আর অংশবিশেষ কর অবিশ্বাস- যারা এরূপ করে তাদের প্রতিফল এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে দুনিয়ার বুকে হবে তাদের অপমান আর লাঞ্ছনা, আর কেয়ামতের দিন তাদেরকে কঠোরতর আযাবে নিপতিত করা হবে।"

এ আয়াতের অর্থ কি আমরা যারা বংশীয় গতানুগতিক মুসলমান তারা বুঝবার চেষ্টা করেছি? আমরা মুসলমান বাপ-মার ঘরে জন্মগ্রহণ করে কোরআনের কিছু কিছু তো অবশ্যই বিশ্বাস করি, আমরা আল্লাহ, রাসুল, কোরআন, নামাজ, রোজা, বিয়ে-শাদীর নিয়ম কানুন, ওয়ারেশী বন্টননীতি ইত্যাদি তো বিশ্বাসও করি, মেনেও চলি। কিন্তু কোরআনের ব্যবসানীতি, শিক্ষানীতি, ফৌজদারী আদালতসহ বিচারনীতি, পারিবারিক ও সামাজিক রসম রেওয়াজ, সূদ-ঘুষ সহ কোরআনের বহুসংখ্যক নীতিকে আমরা কার্যতঃ অবিশ্বাস করি এবং তার খেলাপ চলি। তাহলে আমাদের ব্যাপারে কি কোরআনের ফায়সালার বিপরিত কিছু আশা করা যায়? কোরআন বলছে যারা এরূপ করবে তাদের জন্য দুনিয়ার জীবনে অপমান আর লাঞ্ছনা। আজকের দুনিয়ার মুসলমানেরা কি অপমান আর লাঞ্ছনা ভোগ করে চলছে না? আর আখেরাতে তাদেরকে কঠিন আযাবে নিপতিত করা হবে। তাহলে আমরা কি আখেরাতে কঠিন আযাবের অপেক্ষায় রয়েছি না? এহেন অবস্থা ও পরিনতি থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি? উপায় একটিই। দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে অংশগ্রহন এবং সকল মুসলমানের সামগ্রিক সমর্থন ও প্রচেষ্টায় দ্বীনের বাস্তবায়ন - একামতে দ্বীন।

কোরআনের ভাষায় যে কাজের জন্য যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কেরামকে দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছে, সেই দ্বীনের ব্যাপারে কোন প্রকার মতবিরোধ, মতপার্থক্য করা যাবে না বরং সকলে মিলে দ্বীনকে কায়েম করতে হবে নিজ দেশে, নিজ পরিবেশে। সকল নবী-রাসুলদের সেই একই উদ্দেশ্য ছিল যা বর্ণিত হয়েছে সুরা শুরায়ঃ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى اوحينا اليك وما وصينا به ابرهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه (الشورى - ١٣)

www.pathagar.com

"তিনিই তোমাদের জন্য দ্বীনের সেইসব নিয়ম কানুন নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে সবের নির্দেশ তিনি প্রদান করেছিলেন হযরত নূহ (আঃ) কে এবং যা আমরা তোমার প্রতি অহী প্রদান করেছি। এবং সেই নির্দেশই আমরা প্রদান করেছিলাম হযরত ইব্রাহীম, মুসা ও ঈসা (আঃ)কে । আর তা হলো তোমরা দ্বীন কায়েম কর এবং তাতে কোনরূপ মতপার্থক্য করো না। (সুরা শুরা - ১৩)

আপনি কি কোরআনের এসব আয়াতের প্রতি কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করবেন? অথবা কোরআনে উল্লেখিত কাফেরদের মত বলবেন আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে যে অবস্থায় পেয়েছি আমরা সেভাবেই চলব। কোরআনের আয়াতকে গুরুত্ব দিলে আপনি দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে কোন একটি আন্দোলনে শরীক হয়ে যান।

এভাবে কোন একটি দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে আপনি শরীক না হলে আপনার নামাজ, রোজা, জিকির আজকার তথা যাবতীয় দ্বীনি কাজ ও নেক আমল কোনই ফল দিবেনা কারণ আল্লাহর নিকট তা গ্রহনযোগ্য হবে না। কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আপনি-আমিসহ মুসলিম উম্মাহকে জানিয়ে দিচ্ছেঃ

لستم على شيء حتى تقيموا التورٰه و لانجيل وما انزل اليكم من ربكم

"তোমাদের কোন কিছুই গ্রহনযোগ্য নয় যতক্ষণ না তোমরা তাওরাৎ, ইঞ্জিল ও এই যা তোমাদের প্রতি নাযিল হচ্ছে (কোরআন) তোমরা কায়েম করবে।" (সুরা মায়েদা-৬৮)

এই আয়াতের দৃষ্টিতে আজকের মুসলিম সমাজের কোন নেক আমলই তো গ্রহনযোগ্য নয় যদি না দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। তাই আল্লার অনুগ্রহ পেতে হলে আপনাকে অবশ্যি দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে শরীক হতে হবে।

নবী মুহাম্মদ (দঃ)কে আল্লাহ তায়ালা এ মহান কাজের দায়িত্ব দিয়েই দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন যা আল্লাহ তায়ালা কোরআনের এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেনঃ

"তিনিই সেই স্বত্তা যিনি তাঁর রাসুলকে হেদায়াত ও দ্বীনে হক দিয়ে এ জন্য প্রেরণ করেছেন যেন তিনি এ দ্বীনকে অন্য সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করেন।" (সুরা ছফ্‌ফ)

তাই এই একামতে দ্বীনের কাজ হলো মৌলিক ও কেন্দ্রিয় কাজ যা একজন মুসলমানের জীবনকে সাফল্য দান করতে পারে। তাই আপনাকেও এ কাজে শরীক হতেই হবে যার কোন বিকল্প নেই।

একামতে দ্বীনের কাজ একা একা করা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা যে জন্য দরকার একটি জামায়াতের, সংগঠনের। সংগঠন ছাড়া একামতে দ্বীনের আন্দোলন পরিচালিত হবে কিভাবে? তাই নবী করীম (সাঃ)কে

www.pathagar.com

দেখা যায় নবুয়তী জিন্দেগীর সূচনা লগ্ন থেকেই গড়ে তুলেছিলেন একটি সংগঠন যাতে নবী (সাঃ) নিজে ছিলেন নেতা, আর যারাই ইসলামে শামিল হতেন তারা হতেন আন্দোলনের কর্মী। তারা কোরআনের আদর্শকে অবলম্বন করে আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহন করতেন এবং ত্যাগ ও কোরবাণীর মাধ্যমে তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতেন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তার বাণীতে সুস্পষ্ট ভাবে সংগঠনের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।

عن الحارث الاشعرى قال قال رسوا الله صباى الله عليه وسلم امركم بخمس وفى رواية انا امركم بخمس والله امرنى بهن بالجماعة والسمع ولطاعة والهجرة والجهاد فى سبيل الله - رواه احمد والترمذى- انا امركم بخمس والله امرنى بهن-

"হযরত হারেস আল আশয়ারী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ দিচ্ছি, অন্য ওয়ায়েতে রয়েছে ঃ আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ দিচ্ছি এবং আল্লাহ আমাকে সে সব বিষয়ে আদেশ প্রদান করেছেন, তা হলো (১) সংগঠনঃ জামায়াতবদ্ধ হওয়া, (২) নেতার আদেশ মানোযোগ সহকারে শোনা (৩) সে আদেশ মেনে চলা (৪) ত্যাগ ও কোরবাণীর মাধ্যমে আল্লাহর নিষেধাবলী থেকে হিজরত করা ও (৫) আল্লাহর পথে জেহাদ করা।" আহমদ ও তিরমিযী।

আল্লাহ তায়ালা নিজেও মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে বলেছেনঃ

واعتصمو بالله هو مولكم فنعم المولى و نعم النصير

"তোমরা আল্লাহতে ঐক্যবদ্ধ হও, তিনিই তোমাদের অভিভাবক, উত্তম অভিভাবক ও উত্তম সাহায্যকারী।" (সুরা হজ্জ -৭৮)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেনঃ واعتصمو بحبل الله جميعا

"তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো।" (সুরা আলে এমরান-১০৩)

উক্ত নির্দেশ প্রদানের এক আয়াত পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা বলে এসেছেনঃ

ومن يعتسم بالله فقد هدى الى صراط مستقيم (ال عمران-١٠١)

"যে ব্যক্তি আল্লাতে সংঘবদ্ধ হয়, তাকে নিশ্চয়ই সিরাতুল মুস্তাকীমে হেদায়াত দান করা হয়।" (সুরা আলে এমরান - ১০১)

আল্লাহ তায়ালা একটি দল হিসাবে এ কাজ করতে বলেছেনঃ

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ط

واولئك هم المفلحون (ال عمران-١٠١)

www.pathagar.com

"তোমাদের মধ্য থেকে অবশ্যি অবশ্যি একটি দল (উম্মত) মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে, ভাল ও নেক কাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং এরাই সফলকাম।" (সুরা আলে এমরান - ১০৪)

তাই জেহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজ করতে হবে সংঘবদ্ধ হয়ে সংগঠনের মাধ্যমে। একামতে দ্বীনের কাজ যেমন ফরজ, এর জন্য জেহাদ ফি সাবিলিল্লাহ - ইসলামী আন্দোলন করা ও সংগঠনভুক্ত হয়ে সংঘবদ্ধ হওয়াও তেমনি ফরজ। নামাজ কায়েম করা যেমন ফরজ, আর নামাজের জন্য অজু করে পবিত্রতা অর্জনও ফরজ।

ইসলাম মানেই একামতে দ্বীন যার জন্য জামায়াতবদ্ধ হওয়া জরুরী যাতে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ পরিচালনা করা যায়। তাই আপনি যদি ইসলাম কবুল করে মুসলমান হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে জামায়াতবদ্ধ হয়ে জেহাদ ফি সাবিলিল্লায় শরীক হতে হবে।

জামায়াতবদ্ধ হয়ে জিহাদ ফি সাবিল্লিাহ বা ইসলামী আন্দোলনে শরীক হওয়ার কাজটি কয়েক ভাবে করা যেতে পারেঃ

(১) প্রথমতঃ আপনি ইসলামী আন্দোলনের একজন শুভাকাংখী হিসাবে আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারেন, আন্দোলনকে বিজয়ী করার জন্য ভোট দিতে পারেন, আন্দোলনের পক্ষে কথা বলতে পারেন, পক্ষে মতামত প্রকাশ করতে পারেন। আন্দোলনকে বিজয়ী করে দ্বীন কায়েমের জন্য এতটুকুই কি যথেষ্ট? কিছু সংখ্যক লোকের এরূপ মৌখিক সমর্থনই কি আন্দোলনকে বিজয়ী করতে পারবে? সাহাবায়ে কেরামের ভূমিকা কি শুধু এতটুকুই ছিল? চিন্তা - বিবেচনা করে দেখুন, আপনার এতটুকু কাজ কিন্তু যথেষ্ট নয় বরং দরকার আপনার সক্রিয় তৎপরতা।

(২) দ্বিতীয় পর্যায়ে হয়ত আপনি আন্দোলনের তৎপরতায় শরীক হয়ে আন্দোলনের কর্মী হয়ে গেলেন। আন্দোলনের কর্মসূচী অনুযায়ী শারিরীক, মানসিক ও আর্থিক ত্যাগ ও কোরবাণীতে শরীক হওয়া শুরু করে দিলেন। এতেও কিন্তু আন্দোলনের দাবী পুরণ হয়ে যাচ্ছে না। সাহাবায়ে কেরাম নির্দিষ্ট - কিছু কাজ করেই দায়িত্ব পালনের কাজ শেষ করে দেননি বরং তারা নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে দ্বীনের কাছে সোপর্দ করে দিয়েছিলেন। তারা নিজেদেরকে আল্লাহর দরবারে এভাবে পেশ করে দিয়েছেলেন যে তারা বলেছিলেনঃ

"নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার কোরবাণী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সবই কেবলমাত্র বিশ্বজগতের প্রভু আল্লাহর জন্য।" (আল কোরআন)

আর আল্লাহ তায়ালা তাদের ব্যাপারে বলেন,

ان الله اشترى من المومنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة

www.pathagar.com

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মোমেনদের নিকট থেকে তাদের জান ও মাল বেহেশতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন।" (সুরা তাওবা - ১১১)

আপনি যদি আখেরাতে জান্নাত পেতে চান, তাহলে আল্লাহরই দেয়া আমানত আপনার জান ও মাল আল্লাহর নিকট বিক্রি করে দিতে হবে অর্থাৎ আপনার জান ও মাল আল্লাহর মর্জিমত পরিচালনা ও ব্যবহার করতে হবে। আপনার জীবনের সকল কাজ-কর্ম হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য অর্থাৎ আল্লাহর বিধান মোতাবেক।

ইসলামী পরিভাষায় একে বলা হয় বাইয়াত বিল্লাহ। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের হাতে সাহাবায়ে কেরাম বাইয়াত গ্রহন করেছিলেন একাধিকবার।

সংগঠনে শামিল হওয়া মানে সংগঠনের সদস্য পদের শপথ নিয়ে নিজেকে সংগঠনের নিকট সোপর্দ করে দেয়া যাতে আপনাকে সংগঠনের সদস্য হিসাবে তালিকাভুক্ত করা যায়। এতে করে বাইয়াত বিল্লার হক আদায় করা যেতে পারে। কারণ বাইয়াত বিল্লাহ আল্লাহর নামে হলেও আল্লাহ তো হিসাব নিবেন আখেরাতে হাশরের ময়দানে। সংগঠনের শপথ নিলে সংগঠন মাঝে মধ্যে আপনার খোঁজ-খবর নিবে, পর্যালোচনা করবে, সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহন করবে। এভাবে আপনার বাইয়াতের হক অনেকখানি আদায় হতে পারে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের যুগের বাইয়াতের স্থান পীর-মুরিদীর বাইয়াতের মাধ্যমে পালন হতে পারে না। কারণ প্রথমতঃ তখনকার বাইয়াত ছিল দ্বীন কায়েমের উদ্দেশ্যে এবং শরীয়তের হদ ব্যবস্থা কার্যকর থাকায় তা কার্যকর হত। পীর-মুরিদীর বাইয়াত একামতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে নয় আর হদও কার্যকর করা সম্ভব নয়। ইসলামী আন্দোলনে বাইয়াত একামতে দ্বীনেরই উদ্দেশ্যে আর বর্তমান ব্যবস্থায় যতটুকু সম্ভব সাংগঠনিক পদক্ষেপ নেয়া হয়, আন্দোলন শরীয়তের হদ ব্যবস্থা চালুর লক্ষ্যেই কাজ করে যায়।

মোটকথা, কেন আপনি ইসলামী আন্দোলনে শামিল হবেন- এ প্রশ্নের জবাবে যা পাওয়া গেল তাতে দেখা যায়ঃ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ কাজ হলো ইকামতে দ্বীন যা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। উক্ত ফরজ আদায়ের জন্য সংগঠন গড়ে তোলা ফরজ যাতেও মুসলমান হিসাবে আপনাকে শরীক হতে হবে, আর এতে শুধু শরীক হওয়াই যথেষ্ট নয় বরং বাইয়াত বিল্লাহর হক আদায়ের জন্য আপনার নিজেকে সংগঠনের নিকট সোপর্দ করে দিয়ে আনুগত্যের শপথ নিয়ে সংগঠনের সদস্যপদ আপনাকে লাভ করতে হবে।

এভাবে সংগঠনে শমিল হওয়া আপনার জন্য একান্তই জরুরী। নিজেকে সংগঠনের নিকট সোপর্দ করে দিয়ে এভাবে আত্মনিয়োগ করা ভিন্ন মুসলমান হিসাবে আপনার দায়িত্ব পালন করা যায় না।

www.pathagar.com

দায়সারা ভাবে আন্দোলন করা কি যথেষ্ট?

জীবিকার সন্ধানে আত্মনিয়োগ বা জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের স্বপ্নে অচেতন হওয়া কি ঠিক? আপনি যেমন দায়সারা গোছের মুসলমান, তেমনি ইসলামী আন্দোলনেও দায়সারা গোছের অংশ গ্রহন করে যদি দায়িত্ব পালন হয়ে গেছে মনে করেন তবে কোরআনের উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহ ও হাদীসসমূহ কি আপনার বেলায় প্রযোজ্য নয়? জীবনটাকে আপনি খুব সহজ ভাবে নিতে চান। সিরিয়াস হওয়া যেন আপনার ধাতে নেই। কিন্তু আপনি কি সকল ব্যাপারেই এরূপ? আপনার ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী-বাকুরী অর্থাৎ বৈষয়িক ও পারিবারিক বিষয়াদি যথাযথভাবেই আঞ্জাম দেয়া হয়, গড়িমসি কেবলমাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাহলে আল কোরআনের এ আয়াতটির প্রতি লক্ষ্য করুনঃ

قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال ن اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومسكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى ياتى الله بامره ط والله لا يهدى القوم الفسقين (التوبة- ٢٤)

"আপনি বলে দিন, যদি তোমাদের পিতা-মাতা, তোমাদের সন্তানাদি, তোমাদের ভাই-বেরাদর, তোমাদের স্ত্রী-পরিজন, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদেরধন সম্পদ যা নিয়ে তোমরা খুব পেরেশান, তোমাদের ব্যবসা বাণিজ্য যার ক্ষতির আশংকা তোমরা করে থাক, তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা খুবই পছন্দ করে থাক যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, আল্লাহর রাসুল ও আল্লাহর পথে জেহাদ থেকে বেশী প্রিয় হয় তাহলে আল্লাহর হুকুম আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর, আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়াত প্রদান করেন না।"

এ আয়াতে মানুষ পরিবার-পরিজন ও বৈষয়িক বিষয়াদি নিয়ে বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়লে এবং সে কারণে ইসলামী আন্দোলনে ঢিল দিলে, আল্লাহ তায়ালা কঠিন হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। আসলে মানুষ তো এ সবের মোহে ও তার ভালবাসায় খুবই আসক্ত থাকে যা মানুষের ইসলামী আন্দোলনের পথে বিঘ্ন ঘটায়। কোরআনই সে কথা জানায় নিম্নোক্ত আয়াতেঃ

"মানুষের জন্য সুশোভিত, মনোমুগ্ধকর করা হয়েছে নারী ও সন্তানাদির আকাংখার ভালবাসাকে, আর সোনা-রূপার স্তুপ, চিহ্নযুক্ত ঘোড়া ও শস্য ফসলাদি। এসব হলো দুনিয়ার জীবনের ক্ষনস্থায়ী সামান্য সম্পদ মাত্র, আর আল্লাহর নিকটই রয়েছে উত্তম আশ্রয়।"

স্ত্রী, সন্তান ও সম্পদের নেশায় মানুষ আসক্ত হয়ে পরে, দুনিয়ার জীবন নিয়ে সে হয়ে পরে মহাব্যস্ত। অথচ আল্লাহ বলেনঃ

"তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরন থেকে বিরত না রাখে।" (সুরা মুনাফেকুন)

www.pathagar.com

وماالحيوة الدنيا الا لعب ولهو وللدارالاخرة خير للذين يتقون ط افلا تعقلون

"এ দুনিয়ার জীবন তো খেলা-তামাশা ছাড়া কিছু নয়, আখেরাতের বাড়ীঘর উত্তম তাদের জন্য যারা নিজেদেরকে রক্ষা করে চলে, তোমরা কি মোটেও বুদ্ধি বিবেচনা করে চলবে না?" (সুরা আনয়াম -৩২)

এসব আয়াতের প্রতি যথার্থ গুরুত্ব আরোপ করে আপনি কি আন্দোলনের প্রতি আরেকটু মনোযোগী হবেন? আপনার শ্রম, মেধা, সময় ও অর্থ আল্লাহর দ্বীনের পথে খরচ করতে আরেকটু কি এগিয়ে আসবেন?

আপনার জীবনের চূড়ান্ত সাফল্য কিন্তু আখেরাতের জীবনের সাফল্যের উপরই নির্ভরশীল যা জেহাদ ফি সাবিলিলাহর মাধ্যমেই হাসেল করা যেতে পারে। এ প্রসংগে কোরআন বলেঃ

"হে ঈমানদারগণ তোমাদের এমন একটি ব্যবসায়ের সন্ধান আমি দিব যা তোমাদেরকে কষ্টদায়ক আযাব থেকে নাজাত দিবে? তা হলো তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান পোষন কর এবং তোমরা আল্লাহর পথে তোমাদের জান ও মাল দিয়ে জেহাদ কর, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে। এর ফলে তোমাদের গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হবে, তোমাদেরকে সেই জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে যার নিচ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহিত, যেখানে চিরস্থায়ী জান্নাতে রয়েছে পবিত্র বাসস্থান সমূহ, এটা হলো এক বিরাট কামিয়াবি।" (সুরা ছফ্ফ)

দেখা যায় ইসলামী আন্দোলনের কারণে (১) কষ্টদায়ক আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে (২) গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হবে, (৩) চিরস্থায়ী জান্নাতে স্থান দেয়া হবে এবং (৪) সেখানে পবিত্র বাসস্থান হবে আবাসস্থল।

এ ধরনের বিরাট পুরস্কারের লোভ কি আপনার হয় না? যদি লোভ হয় তাহলে ইসলামী আন্দোলনে আরো সক্রীয় হয়ে যান।

আপনি যদি কর্মী হয়ে কর্মতৎপর হয়ে থাকেন তাহলে আন্দোলনের দাবী আরেকটু ভাল করে বুঝুন। আন্দোলন তো আপনাকে আন্দোলনে শামীল হয়ে নিজেকে আন্দোলনের নিকট সোপর্দ করে দিয়ে এগিয়ে যাবার তাকিদ দেয়। এ কাজে আপনি পিছিয়ে থাকেন কেন? পরিবার, সম্পদ, রুজী-রোজগার এসবই কি এর প্রধান কারণ। তাহলে উপরে বর্ণিত আয়াত গুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন। এসব আয়াত সমূহের মাধ্যমে আপনি সঠিক পথের দিশা পেতে পারেন। আল্লাহ তো আরো বলেছেনঃ

"যারা আমাতে জেহাদ-প্রচেষ্টা চালায় আমি তাকে আমার পথে হেদায়াত দান করে থাকি।"

আপনি নিজেকে সংগঠনের নিকট পেশ করে না দিয়ে যদি বলে বেড়ান, আমি তো আপনাদেরই সাথে, আমি তো দ্বীনের কাজই করে থাকি। তাহলে এর

www.pathagar.com

অর্থ দাঁড়ায় আপনি নামাজের জামায়াতের কাজেই ব্যস্ত, অজুর পানির ব্যবস্থা করা, বিছানা ঠিক করা- এইসব কাজে আপনি তৎপর কিন্তু ইমাম সাহেব জামায়াতে তাকবীর বলে শুরু করে দিলেও আপনি নিয়ত করে জামায়াতে শামিল হচ্ছেন না। এতো বুদ্ধিমানের কাজ হলোনা। নিয়ত করে জামায়াতে শামিল হয়ে যান, আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে আপনার উপর। ইসলামী আন্দোলনের কাজে সংগঠনে শামিল হতে বাধা কোথায়, বিশেষ করে যারা আন্দোলনের কাজে জড়িত রয়েছেন অথবা ছাত্র আন্দোলনে অগ্রনী ভূমিকায় ছিলেন। বিষয়টি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা আন্দোলনের আশে-পাশে যারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন এবং যারা ছাত্র আন্দোলন থেকে বের হয়ে আসছেন তারা সকলে সংগঠনে শামিল হয়ে গেলে অবশ্যি সংগঠনের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, সংগঠনের গতি সৃষ্টির সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করবে।

যারা কর্মী হিসাবে যথার্থ তৎপরতা চালু রাখলেও সংগঠনে শামিল হচ্ছেন না তাদের হয়ত একামতে দ্বীনের দায়িত্ব পালন ও ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব রয়েছে। তারা হয়ত ইসলামী আন্দোলনের কাজে সংগঠনে শামীল হওয়াকে সেইভাবে অপরিহার্য ও ফরজ মনে করেন না যেইভাবে কোরআন ও হাদীসে তার বর্ণনা এসেছে। ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনে শামিল হওয়ার ব্যাপারে তাদের অস্পষ্ট ধারণাই হয়ত তাদেরকে পিছিয়ে রেখেছে অথবা পারিবারিক জীবন ও সম্পদের আকর্ষণ তাকে সংগঠনে শামিল হতে বাধা দিতে পারে। পরিবারের সদস্য, ব্যবসা, চাকুরী- এসবকে অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকলে আখেরাতের গুরুত্ব আবছা হয়ে যায়। এ ধরণের কর্মীদের কথাই কোরআনে বলা হয়েছেঃ

"বরং তোমরা তো দুনিয়ার জীবনকেই অগ্রাধিকার দান করে থাক, অথচ আখেরাত উত্তম ও স্থায়ী।"

সুরা তাওবায় ২৪ নম্বর আয়াতটিও স্মরন করা যেতে পারে যাতে এমতাবস্থায় আল্লাহর ফায়সালার জন্য অপেক্ষা করতে হুমকি প্রদান করেছেন আল্লাহ তায়লা।

ছাত্র আন্দোলন থেকে বের হয়ে আসা কিছু সংখক নওজোয়ানকেও এ রোগ পেয়ে বসে। তারা তাদের জীবনের মিশনকে এত সহজেই ভুলে যায় এবং আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে তারা আন্দোলনের পথে এগিয়ে সংগঠনের নিকট নিজেকে সোপর্দ করে দেয়ার মত মনোবৃত্তি হারিয়ে ফেলে বরং তারা নিজেরাই আন্দোলনের কক্ষপথ থেকে হারিয়ে যায়। দুনিয়ার মিথ্যা আশা আকাংখার নিকট নিজেকে সঁপে দেয়। এ যেন হেদায়াতের পথ থেকে গোমরাহীর পথে, আলো থেকে অন্ধকারে প্রত্যাগমন। এ অবস্থাকে লক্ষ্য করেই হয়ত আল্লাহ তায়ালা এ দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন আল কোরআনের মাধ্যমেঃ

ربنا لا تزغ قلوبنا ..... انت الوهاب

www.pathagar.com

"হে আমাদের রব, আমাদেরকে হেদায়াত দান করার পর আমাদের অন্ত রকে বাঁকা করে দেবেন না বরং আমাদেরকে আপনার পক্ষ থেকে রহমত দান করুন, নিশ্চয়ই আপনি অনেক বড় দাতা।"

জীবনের জন্য, পরিবারের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা তো জরুরী। এর জন্য ব্যক্তির চেষ্টা-প্রচেষ্টাও করতে হবে। কিন্তু জীবন মানবৃদ্ধির জন্য, জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য, মোজাহেদের জীবনের আসল মিশনকে পর্যন্ত বাদ দিয়ে নিজেকে তাতে লাগিয়ে দেয়া, আত্মনিয়োগ করা মোটেও কাম্য নয়, উচিৎও নয়। ইসলামী আন্দোলনের নতুন পথযাত্রীরাই যদি সেই পথ ধরে তাহলে ইসলামী বিপ্লবের আশা প্রত্যাশা করবেন আর কাকে নিয়ে? তবে আল্লাহ তায়ালা স্বান্ত নার বাণী শুনান এভাবেঃ

يايهاالذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتى الله بقوم يحبهم ويحيونه لا اذلة على المؤمنين اعزة على الكفرين ز يجاهدون فى سبيل الله ولايخافون لومة لائم ط ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ط والله واسع عليم

"হে ঐসব ব্যক্তি যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের মধ্য থেকে যেই তার দ্বীন থেকে সরে যাবে (যাক না) আল্লাহ তায়ালা শিগগীরই (তাদের স্থলে) অপর সম্প্রদায়কে নিয়ে আসবেন যাদেরকে আল্লাহ ভালবাগেণ এবং তারাও তাকে (আল্লাহকে) ভালবাসে, তারা মোমেনদের প্রতি বিনয়-নম্র আর কাফেরদের প্রতি কঠোর, তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করে এবং কোন উৎপীড়কের উৎপীড়নকে ভয় করে না, এ হলো আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে চান তিনি তা দিয়ে থাকেন, আল্লাহ সুপ্রশস্ত ও সর্বজ্ঞানী।" (সুরা মায়েদা-৫৪)

আন্দোলনের পরিবেশ-পরিস্থিতিতে হতাশা ও নিরাশাঃ

ইসলামী আন্দোলন থেকে পিছিয়ে থাকার দ্বিতীয় কারণ হতে পারে দীর্ঘদিনের আন্দোলনের পরও কোন ফল না পাওয়ার কারণে হতাশা ও নিরাশা। একজন মোমেনের জন্য এরূপ নিরাশ ও হতাশ হওয়ার কোনই সুযোগ নেই। এরূপ করার কোন অধিকার তার নেই, কোন অবস্থাতেই এরূপ করা জায়েজ নয়। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে কেবলমাত্র সবর এখতিয়ার করার হোদায়াত দান করতে বলা হয়েছে যতদিন না আল্লাহর সাহায্য আসে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেনঃ

"আপনার পূর্বেও বহু সংখ্যক রাসূলকে মিথ্যা পতিপন্ন করা হয়েছে ফলে তারা ধৈর্যধারণ করেছে তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করণ ও কষ্ট নির্যাতন প্রদানে যতক্ষণ না আমাদের সাহায্য তাদের নিকট এসে পৌঁছেছে এবং আল্লাহর বাণীসমূহে কোনরূপ রদবদল হয়না, এবং আপনার নিকট তো প্রেরিতদের ঘটনাবলী এসেছে। এতদস্বত্ত্বেও যদি তাদের অনাগ্রহ ও উপেক্ষা সহ্য করা

www.pathagar.com

আপনার পক্ষে সম্ভব না হয় তবে আপনি সক্ষম হলে পৃথিবীর মধ্যে কোন সুড়ঙ্গ পথ তালাশ করুন অথবা আসমানে সিঁড়ি লাগিয়ে নিন এবং কোন নিদর্শন নিয়ে আসুন। আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে সকলকে একত্রে হেদায়াত প্রদান করতেন, তাই মুর্খদের মত হবেন না।"

আন্দোলন ও দাওয়াতের কাজ ফলপ্রসু না হওয়ায় রাসূলে পাকের অস্থিরতার জবাবে এভাবে কড়া ধমক দিয়ে দিলেন আল্লাহ তায়ালা। আর মূলকথা বলা হচ্ছে বিরোধীদের অত্যাচার নির্যাতনের মোকাবেলায় ধৈর্যধারণ করতে হবে যতদিন না আল্লাহর সাহায্য আসে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় যখন আসে তখন দলে দলে লোক ইসলামে শামিল হয়ে যায়।

اذا جاء نصر الله والفتح - ورايت الناس يدخلون فى دين الله افواجا

কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের কিছু কর্মী চাইলেই কি আল্লাহর সাহায্য এসে যাবে? এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা আল কোরআনে বলে দিয়েছেনঃ

ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ط مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله ط الا ان نصر الله قريب

"তোমরা কি মনে করে নিয়েছ যে তোমরা এমনি এমনি বেহেশতে প্রবেশ করে যাবে অথচ তোমাদের উপর তোমাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় বিপদ-মুসিবত আপতিত হয়নি? তাদের উপর যুদ্ধের বিপদ-আপদ, অর্থনৈতিক কঠোরতা আপতিত হয়েছিল, কঠিন বিপদ-মুসিবতে তারা কেঁপে উঠেছিল এমনকি রাসূল ও তার সঙ্গী-সাথীরা বলে উঠেছিল, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য? (পরিস্থিতি এমন ভয়াবহ হয়ে উঠলে) আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।" (সুরা আল বাকারা-২১৪)

তাই দীর্ঘদিনেও আন্দোলনের সফলতা না দেখলে হতাশ ও নিরাশ হয়ে যাওয়া আল্লাহর দ্বীনের মুজাহিদের কাজ হতে পারেনা। ফলাফল যাই হোক না কেন তাকে আজীবন কাজ করে যেতে হবে। এ দুনিয়ায় বিজয়ের কোন শুভফল যদি নাই পাওয়া যায় তবে আখেরাতে তার ব্যক্তিগত সাফল্য যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

সর্বযুগের এ ধরনের পরীক্ষা করা হয়েছে। পরীক্ষায় নিজেকে সত্যবাদী প্রমাণ করেই আপনাকে মঞ্জিলে পৌঁছতে হবে। কোরআন বলছেঃ

ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكذبين

"নিশ্চয়ই আমি তাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে পরীক্ষা করে নিয়েছি এবং এভাবে আল্লাহ জেনে নিয়েছেন কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী তাও জেনে নিয়েছেন।" (সুরা আনকাবুত-৩)

www.pathagar.com

হক্ক ও বাতিলের ইহকালীন সংগ্রাম ও সংঘর্ষের ফলাফল যাই হোক না কেন দ্বীনের সত্যিকার মুজাহিদ আল্লাহ কাছেই পৌঁছে যায় বা তার আকাংখা পোষণ করে। কোরআনে এরশাদ হয়েছেঃ

من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ج فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ط ومابدلوا تبديلا لا .

"মোমেনদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছে। তাদের মধ্যে কেউ তাদের মানত পূরণ করেছে; কেউবা তার অপেক্ষায় রয়েছে, তারা নিজেদেরকে কোনরূপ পরিবর্তন করেনি।" (সূরা আহযাব-২৩)

সর্বশেষে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীকে মনে রাখতে হবে আল্লাহ তায়ালার সেই অমোঘ বাণীঃ

"তোমরা নিরাশ হয়ো না, দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা (সত্যি) মোমেন হও।" -আল কোরআন

তাই দীর্ঘ দিনেও আন্দোলনের কোন ইতিবাচক ফলাফল না দেখে, নির্বাচনের মাধ্যমে জনগনের পক্ষ থেকে তেমন কোন সাড়া না পেয়ে আপনি হতাশ হয়ে পড়বেন না, এগিয়ে যান। নিজেকে সংগঠনের নিকট পেশ করে দিন, অম্লান বদনে সাংগঠনিক নির্দেশ মেনে চলুন, যথারীতি সাংগঠনিক দায়-দায়িত্ব পালন করে যান, শরীয়তের ফরজ-ওয়াজেব, হালাল-হারাম মেনে চলুন। আপনার সময়-শ্রম, মেধা ও অর্থের কোরবানীর মাধ্যমে আপনি প্রমাণ করুন যে, আন্দোলনের জন্য আপনি নিম্নতম মান রক্ষায় অন্তত তৎপর যা আসলে আরো বাড়তে পারে। এমতাবস্থায় আপনাকে শিগগীরই শপথের জন্য ডাকা হবে বলে আশা করা যায়।

আন্দোলনের মূল বিষয়কে বাদ দিয়ে খুঁটিনাটি দিক বা পার্শ্ব নিয়ে ব্যতিব্যস্ত না হয়ে আন্দোলনের মূল বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হোনঃ

আপনি কি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা, শরীয়তের বিধি-বিধান বা আন্দোলনের অন্য কোন ব্যাপারে ছোট-খাট ও খুঁটি-নাটি ইস্যুকে অত্যাধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকেন অথবা আন্দোলনের মূল বিষয় থেকে কোন পার্শ্ব ইস্যুকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকেন? আপনার নিজস্ব আগ্রহ, উদ্যোগ ও সিদ্ধান্তে এরূপ করা বাঞ্ছনীয় নয়। আপনার সকল শক্তি মূল আন্দোলনেই ব্যয়িত হওয়া প্রয়োজন।

আল্লাহ তায়ালা কোরআনে পাকে বলেছেনঃ

"আমার এ পথ খুবই সোজা ও সরল। অতএব এ পথকে অনুসরণ করো, বিভিন্নমুখী বহুপথ অবলম্বন করো না। তাহলে তোমরা তাঁর পথের ব্যাপারে

www.pathagar.com

ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে। এ হলো তোমাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ। আশা করা যায় তোমরা সংযমী ও সতর্ক হবে।"

কোরআনে আরো বলা হয়েছেঃ

"আপনি বলুনঃ এই হলো আমার পথ, আমি এবং যারা আমাকে অনুসরণ করে তারা পূর্ণ অন্তর দৃষ্টির সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং আমি মোশরেকদের দলভুক্ত নই।"

আসলে মূল আন্দোলনকেই প্রথমে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে, বাতিলের মোকাবেলায় হকই অগ্রগণ্য। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

كذالك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء ج واما ما ينفع الناس فيمكث فى الارض ط كذلك يضرب الله الامثال -

"এভাবেই আল্লাহ তায়ালা হক ও বাতিলের বর্ণনা দিয়ে থাকেন। যা অকল্যাণকর তা বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, আর যা মানুষের জন্য কল্যাণকর তা মাটিতে স্থিতিশীলতা লাভ করে। এভাবেই আল্লাহ উদাহরণ পেশ করেন।" (সুরা আর রাদ- ১৭)

সকলে মিলে হক্কের আওয়াজ তোলা হক্ককে প্রতিষ্ঠিত করা অবশ্যই জরুরী। যে কথা ঘোষণা করা হয়েছে পাক কোরআনেঃ

"সত্য এসে গেছে, মিথ্যা দূরীভূত হয়েছে, নিশ্চয়ই বাতিল পরাভূত হবেই।" (সুরা বনি ইসরাঈল)

এই হকের আন্দোলনে দ্বীনের জন্য একনিষ্ঠ তৎপরতা প্রয়োজন। যে কথা কোরআনে বলা হয়েছে, এভাবেঃ مخلصين له الد ين দ্বীনকে কেবলমাত্র তাঁরই জন্য একনিষ্ঠ করা হয়।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আরবের বুকে যখন নবুয়তের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন আরবে জাহেলিয়াতের অসংখ্য সমস্যা বিদ্যমান ছিল, বৈদেশিক শক্তি আরব দেশের বিভিন্ন অঞ্চল কব্জা করে রেখেছিল, অর্থনৈতিক সমস্যাও ছিল বেশ প্রকট। কিন্তু নবীকে কালেমার দাওয়াত নিয়ে এগুতে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিলেন। যার ফলে নবী করীম (সাঃ) আরববাসীদেরকে বলেছিলেন ঃ

قولوا لااله الا الله تفلحون

"তোমরা বল লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, তোমরা কামিয়াবি লাভ করবে।"

আপনাকেও তেমনি মূল আন্দোলনের দিকেই মনোযোগ দিতে হবে। ছোট-খাট বিষয় বা কোন পার্শ্ব আন্দোলনে মনোযোগ দেয়া বা তাতে উদ্যোগী ভূমিকা নেয়া একামতে দ্বীনের মূল আন্দোলনে শামিল হওয়ার ক্ষেত্রে আপনার অবস্থান দূর্বল করবে। মূল আন্দোলনের গুরুত্ব আপনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন তাই বুঝা যাবেনা। অবশ্য মূল সংগঠন যদি আপনাকে সাংগঠনিক দায়িত্ব হিসাবে সে ধরনের কোন কাজে নিয়োগ করে থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। কারণ তখন তা

www.pathagar.com

হবে আপনার সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন। কোন কমান্ডবিহীন নিজেই নেতা সেজে বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে হৈ হোল্লোড় করা সংগঠনে শামিল হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা বৈকি। কারণ তাতে বুঝা যায় ঐ ব্যক্তি নেতৃত্বের অধীনে আনুগত্য করতে খুব একটা আগ্রহী নয়।

তাই সোজাসুজি স্বাভাবিক নেতৃত্বের অধীনে সংগঠনের কর্মসূচী অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করুন এবং নিজের যথার্থ ভূমিকা বজায় রাখুন, এগিয়ে যান, মান বৃদ্ধি করুন। সংগঠনে শামিল হওয়া কোন কঠিন কাজ হবেনা।

আন্দোলনের কর্মধারা ও গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে যথার্থ ধারণা পোষণ করুনঃ

ইসলামী আন্দোলনের কর্মধারা ও গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে আপনার কি সঠিক, স্বচ্ছ ও পরিষ্কার ধারণা রয়েছে? আম্বিয়ায়ে কেরাম ও নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর আন্দোলন কি আপনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন? এক্ষেত্রে হকের পথে অপরিসীম ধৈর্য, অনমনীয় ও দৃঢ় মনোবল, বারবার দাওয়াত প্রদান করে ফল প্রাপ্তির আশায় দীর্ঘদিন অপেক্ষা করা এবং সাথে সাথে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাওয়া হতে হবে আপনার কর্মকৌশল। জনগণের নিকট থেকে ব্যাপক সাড়া না পেয়ে নিস্তব্ধ ও নিস্তেজ হয়ে যাওয়া অথবা প্রবল বাধা-বিপত্তি বা ঠাট্টা-বিদ্রুপের সম্মুখীন হয়ে কাজ বন্ধ করে দেয়া অথবা অন্ধ আবেগ ও উদ্দীপনায় এমন কোন কিছু ঘটিয়ে ফেলা যার পরিণামফল হয় ভয়াবহ- এ সবের কোন পথই আপনি গ্রহন করতে পারবেন না বরং আপনাকে ধীরে সুস্থে বুকে যথেষ্ট হিম্মত নিয়ে আশেপাশের জনসমষ্টিকে দ্বীনের পথে ডাক দিয়ে যেতে হবে অবিরাম। কেউ সাড়া দিক বা না দিক আপনাকে দাওয়াতের কাজ করেই যেতে হবে। এ যেন হযরত নূহ (আঃ) এর যামানার মত। তিনি দীর্ঘদিন জনগণকে দাওয়াত দিয়ে ক্লান্ত অবস্থায় মহান আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ জানিয়ে বলছেনঃ

قال رب انى دعوت قومى ليلا ونهار - فلم يزدهم دعاءى الا فرارا - وانى كلما دعوتهم لتغفرلهم جعلوا اصابعهم فى اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا - ثم انى دعوتهم جهارا - ثم انى اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا - فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا -

"হে আমার রব! আমি আমার জাতিকে দিবানিশি তোমার পথে আহ্বান জানিয়েছি। কিন্তু আমার এ আহ্বান তাদের পলায়ন তৎপরতাকেই শুধু বাড়িয়ে দিয়েছে। যখনই আমি তাদেরকে ডেকেছি যেন তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও, তারা তাদের নিজেদের কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়েছে, কাপড় দ্বারা নিজেদের ঢেকে রেখেছে, তাদের আচরণে অনমনীয়তা রয়েছে এবং বড় ধরনের অহংকার রয়েছে। আমি তাদেরকে উচ্চস্বরে আহ্বান জানিয়েছি, প্রকাশ্যভাবে তাদেরকে

www.pathagar.com

দাওয়াত দান কারেছি আবার গোপনে গোপনেও দ্বীনের পথে আনার চেষ্টা চালিয়েছি।" (সুরা নূহঃ ৫-৯)

হযরত ইউনুস (আঃ) এর দাওয়াতে জাতির লোকেরা সাড়া প্রদান করতে যখন গড়িমসি করল, অনীহা প্রদর্শন ও উপেক্ষার ভাব লক্ষ্য করে হযরত ইউনুস (আঃ) যখন নিজ জাতিকে ত্যাগ করে রওয়ানা দিলেন তখন আল্লাহ তায়ালা তার নবীকে কেমন উত্তম শিক্ষা প্রদান করলেন তা তো আমাদের জানা আছে। তাই দাওয়াতের কাজ ক্ষান্ত করা যাবেনা, চালিয়েই যেতে হবে। যদি এর ফলে কঠিন নির্যাতনের মোকাবেলা করতে হয় তবুও। যেমন করেছিলেন হযরত বেলাল, হযরত ইয়াসীর, হযরত আম্মার (রাঃ)। তখনকার আরবের মোশরেকদের মাত্রাতিরিক্ত নির্যাতন দেখেও নবী করীম (সাঃ) এর প্রতিকার করতে সক্ষম ছিলেন না। তিনি মুসলমানদেরকে ধৈর্যধারণ ও আন্দোলনের পথে অটল থাকার নছিহত করতেন। ইয়াসীর পরিবারের সীমাহীন নির্যাতনে মুখে তিনি বলতেনঃ

"হে ইয়াসীর পরিবার ধৈর্যধারণ কর, কেননা নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের অঙ্গীকার।"

হযরত কায়েস (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এভাবে বর্ণনা এসেছেঃ হযরত খাব্বাব (রাঃ) কে আমি একথা বলতে শুনেছি, আমি একদা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে হাজির হলাম। তিনি তখন তার চাদরটাকে বালিশ বানিয়ে কাবা ঘরের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। মুশরিকদের পক্ষ থেকে আমাদের উপর তখন কঠোর নির্যাতন চলছিল। তাই আমি তাকে বললাম, আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে কি দোয়া করবেন না? একথা শুনে তিনি সোজা হয়ে বসলেন। তখন তার চেহারা মুবারক রক্তিম দেখাচ্ছিল। তারপর তিনি বললেন (তোমাদের উপর আর এমন কি নির্যাতন চলছে) তোমাদের পূর্বযুগে যারা ঈমানদার ছিল তাদের কারো কারো শরীরের হাড় পর্যন্ত যাবতীয় গোশত ও শীরা লোহার চিরুনী দিয়ে আঁচড়িয়ে ফেলা হয়েছে। তবু এ নির্যাতন তাকে দ্বীন থেকে ফিরাতে পারেনি। আবার কারো উপর করাত চালিয়ে তাকে দিখন্ডিত করা হয়েছে। তবু ঐ নির্যাতন তাকে দ্বীন থেকে বিমুখ করতে পারেনি। আল্লাহর কসম, নিশ্চয়ই এ দ্বীন ইসলামকে আল্লাহ পরিপূর্ণ করবেন (এবং সর্বত্র নিরাপত্তা বিরাজ করবে)। এমনকি এক উষ্ট্রারোহী সানায়া থেকে হাজরামাউত পর্যন্ত দীর্ঘ পথ এতটা অভয় নিয়ে অতিক্রম করবে যে, সে আল্লাহ ছাড়া আর কিছুরই ভয় করবে না এবং সে নিজ মেষপাল সম্পর্কে নেকড়ে বাঘ ছাড়া আর কিছুরই ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা বড্ড তাড়াহুড়া করছ।" **(বুখারী- কিতাবুল মানাকিব)**

এ পর্যায়ে প্রথম কথা হল দাওয়াত হবে কেবলমাত্র আল্লাহর দিকে নিরস্ত্রভাবে। মহাপরাক্রমশালী রাজা-বাদশাহ, রাজন্যবর্গ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল মানুষকে ডাকতে হবে আল্লাহর দিকে কিন্তু কুফরী শক্তি কিছুতেই তা

www.pathagar.com

বরদাশত করবে না। তারা চাইবে দাওয়াতের এ আওয়াজ বন্ধ হয়ে যাক, কমপক্ষে তা নিস্তেজ হয়ে পড়ুক। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেনঃ

يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم ان استطاعوا (البقرة-٢١٧)

"তারা তো তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেই থাকবে। এমনকি তারা সক্ষম হলে তোমাদের দ্বীন থেকে তোমাদের ফিরিয়ে নিবে।"

ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لوتكفرون

"তাদের আচার-আচরণ এমন যে, তারা তোমাদেরকে কাবু ও জব্দ করতে পারলে তোমাদের সাথে শত্রুতায় লিপ্ত হয়ে তাদের হাত ও মুখের জ্বালাতন ও মন্দ পরিণতির বিস্তার ঘটায় এবং চায় যে তোমরা কাফের হয়ে যাও।" (সুরা মুমতাহিনা -২)

এমনিভাবে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে আল্লাহ বলেনঃ

ولن ترضى عنك اليهود ولاالنصرى حتى تتبع ملتهم

"ইহুদী ও খৃষ্টানেরা কখনো তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষন না তুমি তাদের মিল্লাতের অনুসারী হয়ে যাও।" (সুরা বাকারা -১২০)

এমতাবস্থায় ইসলামী আন্দোলনের পথযাত্রী দ্বীনের দাওয়াত দিয়েই যাবে, আল্লাহর আইনের পক্ষে দুনিয়ার মানুষকে আহ্বান জানাতেই থাকবে। শত নির্যাতন, ভয়-ভীতি, লোভ-প্রলোভন কিছুই তাকে দাওয়াতের পথ থেকে সরাতে পারবে না।

আরবের কাফেরেরা রাসুলকে দ্বীনের পথ থেকে সরাতে তাকে রাজ্য, ধন-সম্পদ দেয়ার প্রস্তাব করেছিল কিন্তু রাসুলুল্লাহকে এসব কিছুই তার দ্বীন থেকে সরাতে পারেনি বরং তিনি তার চাচাকে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জানিয়ে দিয়েছিলেন, "চাচাজান, আল্লাহর কসম, যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চন্দ্র দিয়ে আমার আন্দোলনকে পরিত্যাগ করতে বলে তবু আমি আমার আন্দোলনকে পরিত্যাগ করতে পারবো না। হয় আল্লাহ ইসলামের বিজয় দান করবেন অথবা এর জন্য আমার জীবন বিলীন হয়ে যাবে।

আপনিতো সেই নবীর উম্মত, নবীর সেই আদর্শকেই আপনি ধারণ করেছেন, সেই ধীরতা, স্থিরতা, অবিচলতা ও দ্বিধাহীন স্থিরচিত্ততা নিয়ে কি আপনি আন্দোলনে এগুতে পারবেন? এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে আপনাকে আন্দোলনে আসতে হবে। এ যুগের ইসলামী আন্দোলনের অগ্রনায়ক হাসানুল বান্নার অন্যতম সাথী মিসরীয় লেখক মোস্তফা মানসুর তার "ইসলামী আন্দোলনের পথ ও পাথেয়" বইতে লিখেন "জুলুম নির্যাতনের কারণে এ মহান আদর্শের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ কখনো তাদের মযবুত আদর্শকে পরিত্যাগ করতে পারেনা। কিংবা তাদের কর্মতৎপরতাকে কখনো বন্ধ করতে পারেনা।"

রাসূলকে বলা হয়েছেঃ-

www.pathagar.com

فاستمسك بالذى اوحى اليك ج انك على صراط مستقيم

"অতএব তোমার প্রতি যে অহি প্রেরণ করা হয়েছে তা মজবুত ভাবে ধারণ কর, নিশ্চয়ই তুমি সরল সঠিক পথে রয়েছ।" (সূরা- যুখরুফ-৪৩)

فلذلك فادع ج واستقم كما امرت ج ولا تتبع اهواءهم ج وقل امنت بما انزل الله من كتب

"(এজন্যই হে মুহাম্মদ) তুমি দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দাও। আর তোমাকে যে হুকুম দেয়া হয়েছে তার উপর দৃঢ়তার সাথে অবিচল থাকো। এসব লোকদের ইচ্ছা-ধারণার অনুসরণ করোনা। তাদেরকে বলে দাও, আল্লাহ যে কিতাবই নাযেল করেছেন আমি তার উপর ঈমান এনেছি।" (সুরা শুরা-১৫)

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفورا ج

"অতএব তুমি তোমার রবের আদেশ-নিষেধ পালনে ধৈর্য ধারণ করো। আর এদের মধ্যকার কোন পাপী বা অমান্যকারীর আদেশ পালন করো না।" (সুরা দাহর-২৪)

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইসলামী আন্দোলনে অংশ গ্রহনকারী প্রতিটি ব্যক্তিকে একদিন যেমন আল্লাহর গোলামী ও দাসত্বের তথা আল্লাহর আইন-বিধান বাস্তবায়নের দাওয়াত প্রদান করা ও এ কথার উপর দৃঢ়, মযবুত ও অবিচল থাকা জরুরী তেমন আল্লাহর দ্বীনের বাস্তবায়নে অবিরাম চেষ্টা-সাধনা জারী রাখা প্রয়োজন। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সাময়িক কোন ষ্ট্র্যাটেজী গ্রহণ করা যেতে পারে কিন্তু স্থায়ী কর্মনীতি উপরের কর্মপন্থা ভিন্ন অন্য কিছু হতে পারেনা।

কোরআনের ঐ আয়াতটিও এ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য যাতে আল্লাহ বলেনঃ

"আল্লাহর পথে যত বিপদই তাদের উপর এসেছিল তাতে তারা হতাশ ও নিরাশ হয়ে যায়নি, তারা কোনরূপ দূর্বলতা প্রকাশ করেনি এবং তারা বাতিলের সামনে মাথা নত করেনি। আর এ ধরনের ধৈর্যশীলদেরকেই আল্লাহ পছন্দ করেন।" (সুরা আলে এমরান -৪৬)

তারা আরো বলেঃ

وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدنا سبلنا ط ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون

"কেনো আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করবো না? অথচ তিনি আমাদের চলার সঠিক পথ দেখিয়েছেন যাতে আমরা নিশ্চিতভাবে তোমরা যে সব দুঃখ-কষ্ট দিয়েছ তাতে ধৈর্যধারণ করতে পারি। আর ভরসাকারীদের উচিৎ একমাত্র তারই উপর ভরসা করা।" (সুরা ইব্রাহীম -১২)

এমনিভাবে যাচাই-বাছাই মোমেনের জীবনে এক স্থায়ী নীতি। যে কথা বলা হয়েছে সুরা আনকাবুতের ১ম আয়াতেঃ

www.pathagar.com

"লোকেরা কি মনে করে নিয়েছে যে আমরা ঈমান এনেছি এ কথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? " মোমেনদের এসব পরীক্ষা, যাছাই-বাছাই, বিরোধী পক্ষের অত্যাচার নির্যাতন, দন্দ্ধ-সংগ্রাম ইত্যাদির মাধ্যমে নির্যাতিত মোমেনদের আলাদা পরিচিতি সমাজে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে এবং সমাজে হক ও বাতিল আলাদা হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা নিজেই সে কথা বলে দিয়েছেনঃ

ما كان الله ليذر المؤمنين على ماانتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ط وما كان الله ليطلعكم على الغيب

"আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে ঐ অবস্থায় থাকতে দিবেন না যে অবস্থায় তোমরা রয়েছ যতক্ষন না তিনি অপবিত্র লোকদেরকে পবিত্র লোকদের থেকে আলাদা করে ফেলবেন। অবশ্য আল্লাহর নিয়ম এ নয় যে তিনি তোমাদেরকে গায়েব জানিয়ে দিবেন।" (সুরা আলে এমরান - ১৭৯)

ইসলামী আন্দোলনে কেন শামিল হবেন এবং কিভাবে শিরোনামে আলোচনার প্রথম পর্যায়ে কেন আন্দোলনে শামিল হওয়া প্রয়োজন তা আলোচনা করেছি। মুসলমানের জীবনে একামতে দ্বীনের দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, এ পর্যায়ে সংগঠনের গুরুত্ব ও বাইয়াত বিল্লাহর হক আদায়ে নিজেকে সংগঠনের নিকট পেশ করে দিয়ে সংগঠনে শামিল হওয়ার কথা আলোচিত হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে ৪টি পয়েন্টে অনেক কথাই বলা হলো- (১) যেমন দায়সারা গোছের মুসলমান, তেমনি দায়সারা গোছের ইসলামী আন্দোলনের কর্মী থাকা, জীবিকা ও ধনসম্পদের পিছনে আত্মনিয়োগ করে আন্দোলনের জন্য সময় ও অর্থ বের করতে না পারা বা জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের পিছনে ছুটা, (২) দীর্ঘদিন আন্দোলন ও সংগঠন চলার পরও কোন ফলাফল না পাওয়া, জনগনের দাওয়াতে সাড়া প্রদানে অনীহার ভাব- এতে মুষড়ে পড়া, (৩) ছোট-খাট ও খুটি-নাটি ইস্যু নিয়ে বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়া অথবা মূল আন্দোলন বাদ দিয়ে কোন পার্শ্ব কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়া এবং (৪) আন্দোলনের কর্মধারা ও তার গতি-প্রকৃতি সঠিকভাবে উপলব্ধি করে আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করা- এ ভাবে কি আপনি আন্দোলন করতে আগ্রহী আছেন নাকি কোন শর্টকাট পদ্ধতি তালাশে আপনি ব্যস্ত? কোন শর্টকাট পদ্ধতিতে ইসলামী বিপ্লব করা যাবে না, সেরূপ কিছু হলে তা হবে ভিন্ন কিছু। কারণ অতীতের সকল নবী-রাসূলগণ এ পদ্ধতিতেই ইসলামী আন্দোলনের কাজ করে গেছেন। বিংশ শতকের ইসলামী আন্দোলনের অগ্রনায়ক মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রহঃ) তার "ইসলামী বিপ্লবের পথ" বইতে মন্তব্য করেছেন যে ইসলামী রাষ্ট্র, স্বাভাবিক রাষ্ট্রগঠন পদ্ধতির মতই জনগণের পক্ষ থেকে ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের দাবী যখন উঠবে, জনগণ যখন এ ব্যাপারে সচেতন হবে, সর্বোপরি ভোটাররা যখন নিজের তাকিদেই ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের

www.pathagar.com

পক্ষে ভোট দিবে তখন ইসলামী রাষ্ট্র গঠিত হবে। তাকে স্বাভাবিক গতিতেই আসতে দিতে হবে। তবে এ কাজে নিয়োজিত জনশক্তির সংখ্যা, মান ও কর্মতৎপরতা, সংগঠনের মযবুতি, গতিশীল ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব জনগনের মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্রের গ্রহনযোগ্যতা বৃদ্ধি করবে। বর্তমান নিবন্ধে আমরা জনশক্তির সংগঠনভুক্ত হওয়ার বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করেছি। ইমারত তৈরীতে রাজমিস্ত্রির ভূমিকা যত গুরুত্বপূর্ণই থাকুক ইট ছাড়া তো বিল্ডিং তৈরী হবে না। সংগঠনে জনশক্তি শামিল করা মানে ইট সংগ্রহ।

ইট প্রস্তুত প্রক্রিয়ার দিকে একটু লক্ষ্য করুন। খুব গভীর মনোযোগ দিয়ে এ প্রক্রিয়া লক্ষ্য করার প্রয়োজন নেই। সাধারণ ভাবেই যা দেখা যায় তাতেই অনেক কিছু শিখবার রয়েছে। প্রথমে কিছু মাটি সংগ্রহ করা হয় এবং তাকে ভাল করে মিশ্রণ করে পানি মিশিয়ে কাদা-মাটিতে পরিণত করা হয়। এরপর তাকে বিশেষ ফর্মায় ফেলে নির্দিষ্ট সাইজে বানানো হয় এবং সারিবদ্ধ করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে তাকে শক্ত করা হয়। সংগঠনের জনশক্তি হুবুহু এ প্রক্রিয়ার সাথে মিলে যায়। প্রথমে জনগনের মধ্য থেকে তাকে বাছাই করা হয়, তাকে আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ব্যাপারে তৈরী করা হয়। অতঃপর তাকে বিশেষ কোর্স, রিপোর্ট সংরক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে শৃংখলাবদ্ধ করা হয়। তারপর আসে তাদের জীবনে অগ্নি পরীক্ষা, যাতে সে হয় মযবুত ও শক্ত।

এই আগুনে পোড়া ইটগুলো থেকে বাছাই করেই ইমারতের সারিতে বিছিয়ে দিয়ে ও সমল্লা মিশানো প্রলেপ দেয়া হয়। ইসলামী আন্দোলনের জনশক্তিকেও অনুরূপ প্রক্রিয়ায় নিজেদেরকে তৈরী করতে রাজী ও আগ্রহী থাকতে হবে। ইট যদি সারিবদ্ধ হয়ে আগুনে পুড়তে রাজী না হত তাহলে তা শক্ত ইটেও পরিণত হতোনা, ইমারতের সারিতেও তা ফিট করা যেতনা। অনুরূপভাবে জনশক্তি যদি সংগঠনের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পন করতে রাজী না হয় তাহলে তাদের শপথও হবেনা, বৃহত্তর কোন দায়িত্ব পালনও হয়ত তার দ্বারা সম্ভব হবে না। পরীক্ষিত জনশক্তির আরো বড় বড় দায়িত্ব পালন করতে হয়। যেমন অধিক পোড়ানো ইটগুলোকে আলাদা করে পুনরায় ভাঙ্গা হয় যাতে তাকে কলামে বা ছাদের বৃহত্তর কাজে লাগানো যেতে পারে।

আপনি কি চান আপনি সংগঠনের এ ধরণের বৃহত্তর দায়িত্ব পালনে আপনাকে নিয়োজিত করা হোক? তাহলে আপনি নিজেকে এভাবে তৈরী করুন, অগ্নি-পরীক্ষা সামনে দেখে আপনি কখনো পিছু হটে যাবেন না। এভাবে তৈরী প্রক্রিয়ায় শুরু থেকে দীর্ঘ সময় ধরে সারিবদ্ধভাবে আগুনে পোড়ানো এবং তারপর ইমারত নির্মাণকারীর ইচ্ছার নিকট সর্ম্পূ আত্মসমর্পন, প্রয়োজনে ছাদের জন্য পুনঃ টুকরা টুকরা করাতেও নিজেকে বিলিয়ে দেয়া- এর আলোকে নিজেকে গড়ে তুলুন। সংগঠনের কর্মসূচী মোতাবেক নিজের প্রশিক্ষন নিয়ে এরপর সংগঠনের নিকট সম্পূর্নভাবে নিজেকে সোপর্দ করে দিন। সংগঠনের

www.pathagar.com

দায়িত্বশীলগণ যেভাবে কাজে লাগায়, সেভাবেই আপনি কাজে লেগে যান, কোন রকম রিজার্ভেশন বা বিশেষ ব্যবস্থার যেন প্রয়োজন না হয়। সকলে এভাবে আন্দোলনে শামিল হয়ে যেতে পারলে আন্দোলন খুব দ্রুত শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।

যারা ইতিমধ্যেই আন্দোলনের কাজে অগ্রনী ভূমিকা রেখে সংগঠনের নিকট নিজেকে সোপর্দ করে দিয়ে শপথ নিয়েছেন তারা তাদের শপথে অটল থাকুন। উপরে বর্ণিত বিভ্রান্তকারী বিষয়গুলো যেন আপনাদেরকে কাবু করে না ফেলে সে ব্যাপরে সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে। পারিবারিক ও ধনসম্পদের আকর্ষণের মায়ামরিচীকা, আন্দোলনের দীর্ঘ সুত্রীতার কারণে হতাশা, নিরাশা, খুঁটিনাটি ও ছোটখাট বিষয়ের অত্যধিক গুরুত্ব বা পার্শ্ব কাজে জড়িয়ে পড়া এবং আন্দোলনের কর্মধারা ও গতি-প্রকৃতির দাবী অনুযায়ী আন্দোলনে ত্যাগ-কোরবাণী দিতে অনীহা- এইসব ব্যাধি যেন আপনাকে পেয়ে না বসে। আপনাকে মনে রাখতে হবে কি শপথ আপনি নিয়েছেন।

আল্লাহকে সাক্ষী রেখে কালেমা শাহাদাত পাঠ করে তো আপনি এই ঈমানই ঘোষণা করেছেন যে একমাত্র আল্লাহর দ্বীনকেই আপনি জীবন ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন, নবী মুহাম্মদ (দঃ)-কে গ্রহণ করে নিয়েছেন আদর্শ নেতা হিসাবে। আপনার জীবনের উদ্দেশ্য হিসাবে ঘোষণা করেছেন একামতে দ্বীনকে। অর্থাৎ আপনার জীবনের সাফল্য নির্ভর করে দ্বীনের বাস্তবায়নের উপর। কারণ একমাত্র এ পথেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যেতে পারে। এ মহান কাজ আঞ্জাম দিয়েই সাহাবাদের শানে ঘোষণা এসেছে "তাদের ব্যাপারে আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে গেছে, আর তারাও আল্লাহর ব্যাপারে সন্তুষ্ট।" আল্লাহর সে সন্তুষ্টি লাভ করতে চাইলে আপনার জীবনের মিশনকে অন্য কোন মুখী করা যাবে না। একমাত্র আখেরাতের প্রতিদানই হবে আপনার কাম্য বস্তু। যে কথা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন এভাবেঃ

"যে ব্যক্তি পরকালের ফসল কামনা করে, আমরা তাকে সে ফসল বৃদ্ধি করে দেই, আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল চায় আমরা তাকে তা প্রদান করি, কিন্তু তার জন্য আখেরাতে কোন অংশ নাই।"

আপনি কি আখেরাতে আপনার প্রাপ্য পাওয়ার আশা ত্যাগ করে দুনিয়ায়ই আপনার অংশ পেয়ে যেতে চান? এ কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। দুনিয়ায় যা পাওয়ার এমনি পাবেন, আখেরাতে পাওয়ার কামনা করুন এবং সেজন্য আপনাকে একামতে দ্বীনের কাজে যথার্থ ভূমিকা রাখতে হবে।

শপথে আপনি আরো বলেছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করবেন এবং সব কিছুর উপর অগ্রগণ্য মনে করবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন আল্লাহকে মান্য কর এবং রাসুলকে মান্য কর এবং তোমাদের মধ্যকার হুকুম দাতাদেরকেও মেনে চল। তাই আপনার সকল কাজ হবে সংগঠনের

www.pathagar.com

ফায়সালা মোতাবেক। আল্লাহ ও রাসুলের ফায়সালার খেলাফ কিছু করা যাবে না। শরীয়তের বিধি-বিধান পুরাপুরী মেনে চলতে হবে।

আপনি আরো শপথ করেছেন সংগঠনের গঠনতন্ত্র মেনে চলবেন। সংগঠনের শৃংখলা বিধানে আপনি তৎপর থাকুন। গঠনতন্ত্র বিরোধী কোন তৎপরতায় অংশ গ্রহন করবেন না। নেতার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনা ও তার আনুগত্য করা আপনার জন্য বিশেষভাবে করণীয়। সাংগঠনকে দায়-দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করে যেতে হবে। সাংসারিক কাজের চাপে পড়ে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনে যেন কোনক্রমেই অবহেলা না হয়ে যায়।

আপনার শপথে রুজী-রোজগারের তথা উপার্জনের উপায় হিসাবে হালাল পন্থা অবলম্বন করবেন এও ওয়াদা করেছেন। এ ব্যাপারে সদা-সর্বদা সতর্ক থাকুন। কোনরূপ সূদ-ঘুষ, ভেজাল, ধোকা-প্রতারণা যেন রুজী-রোজগারের সাথে মিশে না যায় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

আপনি আপনার কাজের পর্যালোচনা করুন। আপনার শপথে আপনি মযবুত আছেন কিনা হিসাব করে দেখুন। কোন ব্যাপারে ত্রুটি বা শপথ ভংগ হচ্ছে কিনা পর্যালোচনা করুন। কোন ত্রুটি হয়ে থাকলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চান এবং সংশোধন করুন। গভীর রাতে জায়নামাজে বসে তাহাজ্জুদ আদায় করে কায়মনোবাক্যে আল্লাহর নিকট দোয়া করুন, যা চাইবার তা তাঁর নিকটই চান। মনে রাখবেন আল্লাহ তায়ালা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পুরণ করতে বলেছেন। তিনি আরো বলেছেনঃ "যারা আমাতে চেষ্টা-সাধনা চালায়, আমি তাদেরকে আমার পথে হেদায়াত প্রদান করে থাকি।" (সুরা আনকাবুত)

"নিশ্চয়ই সিরাতুল মুস্তাকীমে হেদায়াত দান তাদেরকেই করা হয় যারা (সংঘবদ্ধ হয়ে) আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে।"

বার বার এ দোয়া পড়ুনঃ

"হে আমাদের পরওয়ারদিগার রব, আমাদেরকে হেদায়াত দান করার পর, আমাদের অন্তরের বক্রতা দান করবেন না, এবং আমাদেরকে আপনার পক্ষ থেকে রহমত দান করুন, আপনি নিশ্চয়ই বড় দাতা।"

---

www.pathagar.com